



36522 - যবে ব্যক্তি ভুলবশতঃ কথিবা অজ্ঞেতাৰশতঃ কোন একটা নিষিদ্ধ কাজে লপ্ত হয়ছে

প্ৰশ্ন

প্ৰশ্ন: ইহৰামকাৰী যদি ভুলবশতঃ কথিবা অজ্ঞেতাৰশতঃ কোন একটা নিষিদ্ধ কাজে লপ্ত হয় যাত লপ্ত হওয়ার হাৰাম;
তখন এৰ হুকুম কি?

প্ৰয়ি উত্তৰ

আলহামদু লিল্লাহ।

আলহামদুলিল্লাহ।

শাইখ উছাইমীন বলনে: যদি ভুলবশতঃ কথিবা অজ্ঞেতাৰশতঃ কোন একটা নিষিদ্ধ কাজে লপ্ত হয় তাহলে তার উপর কোন
কছি বৰ্তাবে না। কিন্তু, তার ওজর দূর হওয়ার সাথে সাথে সে নিষিদ্ধ কাজ থেকে বরিত হওয়া কৰ্তব্য। ওয়াজবি হচ্ছ-
ভুলকাৰীকে মনে কৰয়িে দয়ো ও অজ্ঞে লোককে জ্ঞেণদান কৰা।

উদাহরণতঃ- কোন ইহৰামকাৰী যদি ভুলবশতঃ জামা পরে ফলে তাহলে তার উপর কোন কছি বৰ্তাবে না। কিন্তু, স্মরণ
হওয়ার সাথে সাথে জামাটি খুলে ফলেতে হবে। অনুরূপভাবে কটে যদি ভুলবশতঃ পায়জামা পরে থাকে, নয়িত বাঁধা ও তালবয়ী
পড়ার পর স্মরণে আসে তাহলে সাথে সাথে পায়জামা খুলে ফলেতে হবে এবং তার উপর কোন কছি বৰ্তাবে না। অনুরূপ বধিান
অজ্ঞে ব্যক্তিরি ক্ষেত্রেও প্ৰযোজ্য। অজ্ঞে উপরেও কোন কছি বৰ্তাবে না। উদাহরণতঃ গঞ্জেতি সলোই না থাকায়
কটে যদি এই মনে কৰে গঞ্জেপিরে যবে, নিষিদ্ধ হচ্ছ- সলোইযুক্ত পোশাক পরা; তাহলে তার উপর কোন কছি বৰ্তাবে না।
কিন্তু, যখনই সে জানতে পারবে যবে, গঞ্জেপিরি মধ্যে সলোই না থাকলেও ইহৰাম অবস্থায় গঞ্জেপিরি নিষিদ্ধ পোশাকৰে
অন্তৰ্ভুক্ত তাহলে সাথে সাথে গঞ্জেপিরি খুলে ফলো কৰ্তব্য।

এ ক্ষেত্রে সাধারণ নীতিহল: কোন মানুষ যদি ভুলবশতঃ কথিবা অজ্ঞেতাৰশতঃ কথিবা জবরদস্তরি শকাৰ হয়ে ইহৰাম
অবস্থায় কোন নিষিদ্ধ কাজে লপ্ত হয় তাহলে তার উপর কোন কছি বৰ্তাবে না। দলিলি হচ্ছ আল্লাহর বাণী: “হে আমাদরে
ৰব্ব! যদি আমরা বস্মিত হই অথবা ভুল কৰতিবে আপন আমাদৰেকে পাকড়াও কৰবনে না।”[সূরা বাকারা, আয়াত: ২৮৬]
আল্লাহ তাআলা বলনে: আমি সটোই কৰব। আরও দলিলি হচ্ছ আল্লাহর বাণী: “আর এ ব্যাপারে তোমরা কোন অনচ্ছিক্ত
ভুল কৰলে তোমাদরে কোন অপরাধ নই; কিন্তু তোমাদরে অন্তর যা স্বচ্ছায় কৰছে (তা অপরাধ), আর আল্লাহ্ ক্ৰমাশীল,
পৰম দয়ালু।”[সূরা আহযাব, আয়াত: ৫] ‘শকাৰ-করা’ প্ৰসঙ্গে আল্লাহ তাআলা বলনে; যা ইহৰাম অবস্থায় নিষিদ্ধ:
“তোমাদরে মধ্যে কটে ইচ্ছ কৰে সটোকে হত্যা কৰলে...।”[সূরা মায়দি, আয়াত: ৯৫] এ ক্ষেত্রে ইহৰামৰে নিষিদ্ধ বয়ি



পোশাক, সুগন্ধি ও এ জাতীয় অন্য কিছু হোক কিংবা শকার করা, মাথার চুল মুণ্ডন করা ও এ জাতীয় অন্য কোন নষিদ্ধ বিষয় হোক— হুকুমের মধ্যে কোন পার্থক্য নাই। যদিও কোন কোন আলমে এ দুটোর মধ্যে পার্থক্য করছেন। তবে, বশিদ্ধ মত হচ্ছে- পার্থক্য নাই। কারণ এটি এমন নষিদ্ধ কর্ম; অজ্ঞতা, ভুল ও জবরদস্তরি কারণে যে ক্ষতেরে মানুষেরে ওজর গ্রহণযোগ্য।